ঝোড়ো সাধু

মহাশ্বেতা দেবী

ট্রেনের কামরায় লোকটাকে দেখেছিল তথাগত। পুরী থেকে ফেরার সময়ে কী একটা স্টেশনে। চিল্কার কাছে ভীষণ ঝড় হয়েছে। অনেক নৌকো ডুবেছে। অনেক গাছপালা বাড়িঘর তছনছ হয়েছে। সে কথাই সবাই বলাবলি করছিল।

লোকটার বয়স কত, তা বোঝা যায় না। একটা পোঁটলা নিয়ে সে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়াল। তথাগতকে অবাক করে টিকেট চেকার বললেন, 'ওখানেই থাকো সাধু। ঝড় উঠলে ট্রেন থামিয়ে দেবো।'

'এখন আর হবে না বাবু।'

চেকার বিড়বিড় করে বললেন, 'অপয়া!'

'হ্যাঁ বাবু।'

'দোষটা কাটাতে পারছ না?'

'খোঁজ পাচ্ছি না যে।'

‘চিল্কাতে আছে বলে শুনেছিলে?’

‘হ্যাঁ বাবু।’

‘এখন কোথায় যাচ্ছ?’

‘একটা দ্বীপ খুঁজছি।’

‘দ্বীপ?’

‘হ্যাঁ বাবু। নির্জন ছোটো ছোটো দ্বীপের মধ্যে মানুষজন থাকে না! সেখানে গিয়ে থাকব। ঝড় হলে আমার ক্ষতি হবে। মানুষ কষ্ট পাবে না।’

‘বটে! নৌকো ডুববে না?’

‘তাও তো বটে।’

চেকার চলে গেলে তথাগত লোকটার সঙ্গে আলাপ করেছিল। মাধ্যমিক দিয়ে ওরা কয়েকজন বন্ধু পুরীতে এক বন্ধুর মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। দিন চারেক যেতে-না-যেতে ফিরে যেতে হচ্ছে। মায়ের খুব অসুখ। মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ট্রেনে ঘুম হচ্ছে না।

কিছুতেই লোকটা মুখ খুলতে চায় না। অনেক তোয়াজ করার পর সে একটি অবিশ্বাস্য কাহিনি বলে।

ওর দেশ ময়ূরভঞ্জে। বাংলা ও ভালোই জানে। নৌকো তৈরি ছিল ওর কাজ। আর সেজন্যেই ও ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে পড়ে। সেখানে ও খবর পায় এক বুড়ো জেলের। যাকে সবাই ভয় করত। সে নাকি ঝড় তুলতে পারত। জল, ঝড়ের দানোরা ছিল ওর বশ।

এমন একটা কথা শুনে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। লোকটা বলেছিল, ‘না না, এ বিদ্যে শেখাব না। ঝড় তুলতে শিখলে, ঝড় থামাতেও শিখতে হবে। ওটা না শিখলে দানোরা তোমার সঙ্গে ফিরবে আর তুমি যেখানে যাবে সেখানে ঝড় উঠবে নিদারুণ।’

দুটো বিদ্যে একসঙ্গেই শিখতে হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর লোকটা সাধুকে নিয়ে যায় এক নির্জন সমুদ্রতীরে। ও বারবার বলেছিল, ‘দুটো শিখে নেবে। তারপর পরখ কোরো। নইলে ঝড় তোমায় ছাড়বে না। থামাবার বিদ্যে জান না। থামাতেও পারবে না।’

নির্জন সমুদ্রতীর ছিল। বালির ওপর কীসব আঁকিবুকি কেটে লোকটা সাধুকে মন্ত্র শেখাতে শুরু করে।

সাধুকে সে দ্বিতীয় মন্ত্রটা শেখাবে, তার আগেই সাধু সব সতর্কতা ভুলে মনে মনে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিল। লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে, তা দেখতে হবে না?

যেমন বলা, সেই যে ঝড় উঠল, সে একেবারে রাক্ষুসে ঝড়। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ল ওদের ওপর। ভয়ে সাধু জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান হতে দেখে যে, সে লোকটার পাত্তা নেই। সে একা পড়ে আছে। এসব কথা জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ওকে মেরে ফেলত বোধ হয়। সাধু ওখানে থেকে পালাল।

সাধু বলল, ‘সেই থেকে যারা জানে তারা আমাকে ঝোড়ো সাধু বলে বাবু! এই চেকারবাবু জানবে। আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম, ঝড় উঠে ট্রেন থামাতে হয়েছিল তো! কত জায়গায় কত সর্বনাশ হচ্ছে বাবু, আমার কোনো

ক্ষতি দানোরা করে না।'

'তুমি দ্বীপ খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

হ্যাঁ বাবু। এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে কোনো মানুষজন থাকে না। সেখানে পড়ে থাকব। না খেয়ে মরে যাব। যা হবার, আমার হবে। এমন কোনো জায়গার হদিস দিতে পার আমাকে?

'আমি তো জানি না।'

'বুড়োরাই বলতে পারে না। তুমি তো ছেলেমানুষ। কোথায় যে যাই?'

'ঝড় আসছে, তা তুমি বোঝ?'

'হ্যাঁ বাবু। শরীর অস্থির করে তো।'

'তোমার কেউ নেই?'

'আছে তো। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, আবার ভয় করে। ক্যানিং-এ আমার দাদা থাকে। বারবার বলছে যে এসো। আমার কাছে থাকো। বনগাঁর আমার এক ভাগ্নে মিষ্টির দোকান খুলেছে গাইঘাটায়।'

'তুমি ওসব জায়গা চেন?'

'খুব চিনি।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'কালীঘাটে একটা ভিখিরি থাকে। সে নাকি দানো ছাড়াতে পারে। তাই যাচ্ছি।'

হাওড়া পৌঁছে লোকটা টুপ করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। তথাগতও ক্রমে ওর কথা ভুলে গেল।

১৯৮২ সালে সুন্দরবনের দিকে প্রচণ্ড ঝড়ের কথা সম্ভবত তোমরা ভুলে গেছ।

সে সময়ে তথাগত ডায়মন্ডহারবার শহরে বসে ছিল। মা গিয়েছিলেন মামাবাড়ি ডায়মন্ডহারবারে। তাঁকে আনতে গিয়েছিল তথাগত। মামাবাড়ির আবদার খাবে। সজনেখালি—বকখালি বেড়াবে, এমন কত পরিকল্পনা। সবই ভেস্তে গেল। মামা মৎস্যউন্নয়ন বিভাগে বড়োদরের অফিসার। তিনি তাঁর দপ্তরের নৌকো, লঞ্চ, সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ছোটাছুটিতে।

ডায়মন্ডহারবার স্টেশনেই একটা লোক অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। তাকে দেখেই তথাগত চমকে উঠল। হ্যাঁ, সেই ঝোড়ো সাধু। সেই কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল, গলায় তুলসীমালা, চোখে সেই করুণ চাহনি।

'তুমি এখানে?'

'আপনি ... আপনি ... ও! তুমি তো সেই বাবু। রাতে রেলগাড়িতে দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ বাবু, আমি! দাদার অসুখ শুনে দেখতে গেলাম, তা সকলকে সর্বনাশ করে এলাম ... বাবু, খোকাবাবু! আমাকে ঠেলা দিয়ে রেলগাড়ির নীচে ফেলে দিতে পার?' একথা বলে ও কাঁদতে লাগল।

তথাগত বলল, 'তুমি কলকাতায় আমাদের বাড়ি এসো। আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব?'

'কোথায় খোকাবাবু?'

‘আমার মাস্টারমশাইয়ের দাদা তোমার এ ব্যাপারটা ... বুঝলে সাধুদা! একটা ক্ষমতা তো?’

সাধু কেমন অবাক হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি আমার নাম মনে রেখেছ খোকাবাবু! তুমি আমায় দাদা বললে!’

‘ও কী, চোখে জল!’

‘কেউ বলে না খোকাবাবু। সবাই বলে তুই ঝোড়ো, তুই অপয়া, সবাই ... বিস্কুট খাবে খোকাবাবু?’

‘না সাধুদা। আমার ট্রেন আসছে। তুমি এসো কিন্তু। আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এসো কিন্তু।’

‘খোকাবাবু! তোমার সেই মাস্টারমশাইয়ের দাদা আমাকে একটা নির্জন দ্বীপ খুঁজে দিতে পারবে না?’

‘দ্বীপের খোঁজ নিশ্চয়ই দেবে। তোমাকে একলা ছাড়বে নাকি? তোমার সঙ্গে অনেক লোক থাকবে, কত বিজ্ঞানী, কত পণ্ডিত, তারা দেখবে ব্যাপারটা।’

‘কিন্তু...’

বলতে বলতে ট্রেন এসে গিয়েছিল। সাধু যে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তা শোনা হয়নি তথাগতের। তবে ট্রেনের জানলা থেকে ও দেখেছিল, সাধু ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে। তার মুখটা খুব হাসি হাসি।

কলকাতায় ও ওর মাস্টারমশাইয়ের দাদার সঙ্গে কথা বলেছিল। ভূমিকম্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর দেবেন্দু রায়ের নাম কে না জানে। তিনি বলেছিলেন, ‘লোকটাকে বেশ দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য মনে হচ্ছে ওর উপস্থিত থাকা আর ঝড় ওঠার ব্যাপারটা নেহাত অস্বাভাবিক যোগাযোগ। এসব জাদু-বিশ্বাস আগে খুব ছিল। রবার্ট লুই স্টিভেনসন এমন বিশ্বাস নিয়ে গল্প লিখেছেন। আর. এম. আর. জেমসের নাম কে না জানে। তিনিও লিখেছেন।’

সাধু কিন্তু এসেছিল। ও কোনো বাড়িতে আসতে রাজি হয়নি। না, ফাঁকা জায়গাই ভালো। অবশেষে দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে সন্ধেবেলা সবাই এসেছিল। দেবেন্দু রায়, মেঘ বিশেষজ্ঞ চিন্তামণি নরসিংহ, আবহাওয়াবিশারদ ড. মণিময় দত্ত—কলকাতাকে তুচ্ছ ভেবো না। এ শহরে অনেক গুণী, অনেক জ্ঞানী থাকেন। এঁদের সঙ্গে ছিল এক তরুণ সাংবাদিক মোহন প্যাটেল। সে-ই ছিল সবচেয়ে অবিশ্বাসী। মজা দেখতে এসেছে, এমনি ভাব তার।

সাধু এসে বসল। সন্ধে হয় হয় নির্মেঘ আকাশ। দক্ষিণে সাদার্ন অ্যাভিনিউ, তিন দিকে আলো ঝলমল কলকাতা। দেবেন্দু রায় কথা শুরু করলেন। তথাগত বেজায় ব্যস্ত, ‘বলো না সাধুদা, আমাকে যা যা বলেছিলে?’

সাধু সবই বলল।

শুনে সবাই চুপচাপ। সাধু আপন মনেই যেন বলল, ‘এরা তো বিশ্বাস করছে না, এরা ভাবছে সবই গাঁজা।’

মোহন প্যাটেল বলল, ‘সব ধাপ্পা।’

‘ধাপ্পা? কেন বাবু, ধাপ্পা হবে কেন? আপনারাই তো আমাকে ডেকেছেন, আমি তো আপনার হতে আসিনি।’

‘তুমি একটা ডিলিউশনে ভুগছ।’

‘বটে! ইংরিজিতে কী বললে?’

‘এ হয় না, হতে পারে না।’

সাধু খপ করে তথাগতর হাত দুটো চেপে ধরল। বলল, ‘তুমি বলো খোকাবাবু, ছোট্ট করে এদের একটু দেখাই।’

কী যে বলল সে বিড়বিড় করে, তা শোনাই গেল না। যা ঘটল, তা তথাগত জীবনে ভুলবে না। প্রচণ্ড ঝড়ে

গাছপালা সব দুলে উঠল, আর বাতাসের ধাক্কায় মানুষগুলি মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে গেল। ঝড়টা পার্ক ছাড়িয়ে লেকের গাছপালা দুলিয়ে দক্ষিণে দৌড় মারল।

তারপর সব শান্ত, শান্ত। তথাগত শুধু বলল, 'থেমে গেল?'

'এ তো ডেকে আনা ঝড়। তাতেই থামল। কিন্তু নিজে থেকে আসে যখন, তখন থামে না। চলি খোকাবাবু।'

দেবেন্দু রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেতে দিয়ো না ওকে। ধরে রাখো না ওকে। ধরে রাখো। ওকে নিয়ে আমি বিদেশে যাব, লোককে দেখাব।' মোহন প্যাটেল কাতর গলায় বলল, 'আমার চশমা?'

সাধু দাঁড়াল না। চলে গেল হনহন করে।

সেই শেষ। সাধুকে আর দেখেনি তথাগত। তবে গাইঘাটার ঝড়ের কথা তো তোমরা জান। কী কাণ্ড হয়ে গেল সেখানে। কত লোক মারা পড়ল।

গাইঘাটা ঘুরে এসে মোহন প্যাটেল একটি ছবি দেখিয়েছিল তথাগতকে। গাছ বুকে নিয়ে একটি লোক মরে পড়ে আছে। মুখটা খুব প্রশান্ত, যেন হাসি হাসি।

'চিনতে পার?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'গাইঘাটা গিয়েছিল কেন?'

'ওখানে ... ওর ... কে যেন থাকত...'

'ওঃ! মুখটা দেখেছ?'

'দেখলাম।'

'হাসছে কেন?'

তথাগত হাসি দিয়ে মনের বেদনা ঢেকে আস্তে বলল, 'ও মুক্তি পেয়ে গেছে, তাই হাসছে।'